23

দৈনিক সংবাদ

10 JAN 1997

তারিখ 10 JAN 1997
পৃঃ ১০ কলাম ৩

লাইব্রেরি এলো কেমন করে

তৈয়বুর রহমান

শিক্ষাঙ্গন

'পোকার দখলে বই, কমে যাচ্ছে পাঠক' – জলসায় প্রকাশিত দেশের বৃহত্তম গ্রন্থাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির শিরোনাম। ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই লাইব্রেরিতে নিয়মিত যান বটে, কিন্তু পড়াশুনা করেন না। আর বোঝাই যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষও বইপত্রের যত্ন নেয় না। আমাদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের নোট-নির্ভর শতকরা ৯৫ জন ছাত্রছাত্রী ও কর্তৃপক্ষের কাছে বইপত্রের মূল্য না থাকলেও সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে লাইব্রেরির গুরুত্ব বেড়েই চলেছে বিশ্বজুড়ে। বইয়ের ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য সাহায্য নেয়া হচ্ছে অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির, যাতে এক লাইব্রেরির দুষ্প্রাপ্য কোন বইয়ের তথ্য আরেক লাইব্রেরি চেয়ে নিতে পারে প্রয়োজনের সময়।

কবে, কোথায় লাইব্রেরি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা জানা যায়নি। তবে যীশুখ্রিস্টের জন্মের তিন থেকে চার হাজার বছর আগে নির্মিত লাইব্রেরির সন্ধান পাওয়া গেছে ব্যাবিলনের নিপুর শহরে। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় প্রায় ২৫ হাজার মাটির ফলক। ১৮৫০ সালে নিনেভ শহরে মাটির নিচে আরেকটি লাইব্রেরির সন্ধান পাওয়া যায়। পন্ডিতেরা প্রমাণ করেন যে, সেটা আশিরিয়ার সম্রাট আশুর বানি পালের (৬৬৮ খৃষ্টপূর্ব-৬৫১ খৃষ্টপূর্ব)। এই গ্রন্থাগার থেকে আবিষ্কৃত হয় ইস্তার ও ইসদুবুল নামে একটি মহাকাব্য এবং 'সুমের' ও 'আক্কাদ' নামে দু'টি জাতির প্রাচীন ইতিহাসসহ বহু মূল্যবান সম্পদ।

প্রাচীন গ্রীসেরও বিপুল শক্তির উৎস ছিল লাইব্রেরি। ইউক্লিড, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ চিন্তাশীল পন্ডিতদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল। আরবরাও গড়ে তুলেছিল মূল্যবান গ্রন্থাগার। কলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনামলে বাগদাদ ও বসরায় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কায়রোর একটি পারিবারিক গ্রন্থাগারেই ছিল প্রায় দেড় লাখ বই ও পুঁথি।

প্রাচীন ভারতবর্ষের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ভবনে ছিল ন'টি তলা ও তিনশ'টি পাঠকক্ষ। ১২০২ সালে গ্রন্থাগারটি ধ্বংস হওয়ার আগে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতেও ছিল প্রচুর বই। মোগল আমলে সম্রাট হুমায়ুন তার নিজের প্রাসাদকে লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। সম্রাট আকবরও ছিলেন বইপত্রের উৎসাহী সংগ্রাহক। এখন আর এসব গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব নেই।

আধুনিক লাইব্রেরির বয়স তিনশ' থেকে চারশ' বছর কিংবা তারও কম। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন লা বিবলিওথেক ন্যাশনালে ও বৃটিশ মিউজিয়াম (প্রতিষ্ঠা ১৭৫৯) সালে। ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগার হিসেবে পরিচিত লা বিবলিওথেক ন্যাশনালের নাম ফরাসী বিপ্লবের আগে ছিল বিবলিওথেক দ্য রয়। পঞ্চদশ শতকে পঞ্চম চার্লস এটার পত্তন করেন। পরে দ্বাদশ লুই বইপত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলেন।

আগে কিন্তু বই বাড়িতে নিয়ে আসা যেত না বা ঘরের মধ্যেই এক যায়গা থেকে বই নিয়ে আরেক জায়গায় পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। কেননা বইগুলো শেকল দিয়ে বাঁধা থাকত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই প্রথার বিলোপ ঘটে। এখন যেভাবে আলমারিতে বইয়ের তাকে বই সাজানো থাকে, এই পদ্ধতি ফ্রান্সেই প্রথম চালু হয়েছিল।

ফ্রান্সের কার্ডিনাল মাজারিনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই ছিল যে, তিনি চিন্তা করতে লাগলেন সকলে যাতে ওগুলো ব্যবহার করতে পারে। সেজন্য আলাদা বাড়িতে বইগুলো রাখার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এক বিদ্রোহের ফলে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে তার লাইব্রেরিরও দুর্দশা হয়। পরে শাসনক্ষমতা ফিরে পেয়ে মাজারিন তার গ্রন্থাগারটিকে আবার নতুনভাবে গড়ে তোলেন। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে জারি করা এক আইনে বলা হয়, ফ্রান্সে যেসব বই ও পুঁথি প্রকাশিত হবে তার একটি করে কপি যেন অবশ্যই বিবলিওথেক দ্য রয়তে জমা পড়ে। ফলে সে সময় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ১৭৩৫ সালে গ্রন্থাগারটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয়।

ফরাসী বিপ্লবের পর দেশের বিখ্যাত লাইব্রেরিগুলো এবং অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলোর সংগ্রহ নিয়ে তৈরি করা হয় জাতীয় গ্রন্থাগার লা বিবলিওথেক ন্যাশনালে। ফরাসী বিপ্লবের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজ যখন শুরু হয়, তখনও সেখানে তিন লাখের বেশি বই ছিল।

ইতিহাসের বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন শুধু যুদ্ধই করেননি, তিনি গ্রন্থপ্রেমিক ও সংগ্রাহকও ছিলেন। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে সেসব দেশ থেকে মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বইপত্র সংগ্রহ করে তিনিও সমৃদ্ধ করেছেন ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগারকে। যদিও তার বেশিরভাগ বই আবার ফেরত দিতে হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে গ্রন্থাগারটিকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ ছবি, মুদ্রা, ছাপানো বই ও পুঁথি।